সূচিপত্র

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৮

অনুবাদকের কথা ১১

ভূমিকা ১৪

ইলম অন্বেষণে রিজাল'র গুরুত্ব ১৮

ইলম অন্বেষণে সফরের শরয়ী বিধান ২৩

ইলম অন্বেষণে মুসা আলাইহিস সালামের সফর ২৫

ইলম অন্বেষণে সাহাবিদের সফর ৩৩

ইলম অন্বেষণে সালাফদের সফরের উদ্দেশ্য ৩৯

ইলম অন্বেষণে তাবেয়িদের পরিভ্রমণ ৪৪

হাদিস অন্বেষণে মুহাদ্দিসিনের সফর ৬৯

ইলম অন্বেষণে সফরের আদব ৭৩

সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর হক আদায় ৭৫
পাথেয় ও পথের অবলম্বন ৭৬
সফরসঙ্গী নির্বাচন ৭৮
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ৮৫
এ-যুগে ইলম অন্বেষণে ভ্রমণের বিধান ৮৭
আধুনিক যুগে ইলম অন্বেষণে প্রতিবন্ধকতা ৮৯
পরিশিষ্ট ৯১

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কিছুলোক থাকে যাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া সময় ক্ষেপণ মাত্র, শায়খ-ও এমনই একজন মানুষ। বিশ্বজুড়ে তার প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা দিন দিন এমন গতিতে বাড়ছে, নামপরিচয় করিয়ে দেয়া এখন কেবল সময় ক্ষেপণ।

শায়খের ইলমি আলোচনা আলিমদের জন্য উপজীব্য, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ ও খুতবা মুসলিম উম্মাহ'র জন্য বড় পাথেয়, বিশেষত শিক্ষার্থী ও আম মানুষের জন্য।

তিনি আরবের সালাফী অঙ্গনে গ্রহণযোগ্য আলিম। তথাপি তার ভক্তকূলে আছে বিপরীতমুখী মত ও চিন্তাধারার বড় একটি অংশ। তার ইতিদালি মেজাজ ও দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি সম্মান প্রদান- বিরোধী পক্ষের মন কেড়ে নিয়েছে। যারদরুন বর্তমান বাংলাদেশে আরবি থেকে অনুবাদ হওয়া বইয়ের তালিকায় তার গ্রন্থের বড় অংশ রয়েছে।

শায়খের নাম মুখে মুখে জানা থাকলেও সংক্ষিপ্ত জীবনীও হয়তো অনেকের অজানা। শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ ফিলিস্তিন ভূমির সন্তান। কিন্তু ইহুদী সন্ত্রাসীরাষ্ট্র ইসরাইলের আগ্রাসনের ফলে ১৯৬০ সালের জুন মাসে তার জন্ম হয় সিরিয়ার আলেপ্পো এলাকায় অবস্থিত ফিলিস্তিন শরনার্থী শিবিরে। হিজরি গণনায় সে দিনটি ছিল- ৩০/১২/১৩৮০ হি:। [কর্মফলে সে আলেপ্পো'র জনগণই আজ শরণার্থী হয়ে ঘুরছেন বিশ্বজুড়ে- আহ, নিয়তির কি খেল!]

শায়খের বেড়ে ওঠা সৌদি আরবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর রিয়াদে সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি সৌদি আরবের 'যাহরান' শহরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে অনার্স স্তর সমাপ্ত করেন।

তার শায়খ ছিলেন, শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আল-বাব্রাক, শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন এবং বিশেষ সোহবতে শায়খ আব্দুল আযিয বিন বায উল্লেখযোগ্য। বিন বায রহিমাহুল্লাহ-র ১৫ বছরের সাহচর্য লাভের ফলে তিনি ফিকহী অঙ্গনে এগিয়ে যান। এছাড়া আরও অনেক মনিষীর সান্নিধ্য পেয়েছেন। খিদমত করেছেন বহু অঙ্গনে, বিশেষত দাওয়ার কাজে। সৌদি আরবস্থ খোবার শহরে উমর বিন আব্দুল আযিয জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন; সেখানেও দরসপ্রদান করতেন।

তবে তার উল্লেখযোগ্য কাজে islamqa.com (ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব) ওয়েবসাইটটি অন্যতম। ইসলাম বিষয়ে মানুষের প্রশ্নের জবাব দেয়ার কাজে পৃথিবী জুড়ে. এটি সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ সাইট। ২০১৮ সালে অ্যালেক্সার তালিকায় ইসলামকিউএ.ইনফো ইসলাম বিষয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ছিল। এখনও অন্যান্য আলিমদের দ্বারা এর কার্যক্রম চলমান।

শায়খের জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের অবস্থান আত্ম-অহংকারে ফেলেনি। তিনি হিকমাহ'র নামে মুরজিয়া আকিদাও পোষণ করেন নি। তাইতো ২০১৭ সালে মাজলুম মুমিনদের পক্ষে কথা বলায় শতশত আলিম-উলামার সাথে তাকেও যেতে হয়েছে জেলে। এখনও তিনি ইহুদি মদদপুষ্ট মুহাম্মদ বিন সালমানের কারাগারে ইমানের সাথে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা শায়খের মুক্তি তরান্বিত করুন। আমিন।

অনুবাদকের কথা

প্রথম প্রকাশ

সর্বদিক বিবেচনায় ইলম অন্বেষণে সফরের গুরুত্ব ও ফায়দা অপরিসীম। কিছু তো কোরআন-হাদিস দ্বারা স্বীকৃত, তাছাড়া অভিজ্ঞতা দ্বারাও বুঝা যায় 'রিহলা'র ফজিলত ও গুরুত্ব। সুতরাং এই বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা সময়ের দাবি ছিল। সে শূণ্যতা অনুভব করেছি কয়েকবছর ধরে। দুর্ভাগ্যবশত কেউ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র কাজ করেনি। করলেও চোখে আসেনি।

ইতিমধ্যে আমার পড়াশোনা একটা পর্যায় পৌঁছেছে। মনের কোণে বহির্দেশে ভ্রমণ করে উচ্চতর ইলম অন্বেষণের শখও পুষে রেখেছি বহুদিন। যেহেতু পড়াশোনার এ পর্যায়ে সমাজের রুসুম হল, স্মৃতি স্মারক স্বরূপ কিছু একটা করা; একটু ভিন্নতা রক্ষার্থে কোন বই প্রকাশের ইচ্ছাও দেখা দিল। কিন্তু কি করব? তা নিয়ে দীর্ঘদিন জল্পনাকল্পনা চলছিল।

সেসময়ে শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ'র– "রিহলা ওয়া তলাবিল ইলম" আলোচনাটা চোখে পরে। তিনি ইলম অন্বেষণ সম্পর্কে ছাত্রদের পাথেয় বর্ণনায় ধারাবাহিক আলোচনা করছিলেন, এটা সেই আলোচনার অংশ। শায়খের ওয়েবসাইটে পুরো আলোচনা লিখিত আকারে ছিল। তাই মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা ছেড়ে অনুবাদ শুরু করি।

আলহামদুলিল্লাহ! রব্বুল কলমের লাখো কোটি শুকরিয়া, তার দেয়া সামর্থ্য ও প্রকাশকের তাড়াহুড়োতে দ্রুত বইটার কাজ শেষ করতে পেরেছি। এজন্য প্রকাশক ভাইজানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অপরিহার্য।

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। যতবড় লেখক হোক বা অনুবাদক। এ-কথা বলতেই হয়, কোরআন শরীফ ছাড়া কোন গ্রন্থ-ই ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই আমাদের কোন ভুল আপনার দৃষ্টিতে পরলে আশাকরি উত্তম উপায়ে জানাবেন। আমরা আগামী সংস্কারে সেটা পরিবর্তন করে দিব, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রকাশের কথা:

আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম প্রকাশ শেষ হয়ে এখন দ্বিতীয় প্রকাশের মুখ দেখছে অধমের অনূদিত গ্রন্থ; নতুন সংস্করণে

বর্ধিত অংশের কারণে নাম হয়েছে, ইলম অন্বেষণে সফর; পথ ও পাথেয়। বাস্তবিকপক্ষে এই বইয়ের অধিক মুখাপেক্ষী আমি নিজে। পাঠকের নিকট অনুরোধ থাকবে, এই কিতাবের মাধ্যমে উপকৃত হলে অধম ও মাজলুম শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদের জন্য রব্বুল কদরের নিকট খায়রের ফায়সালা চাওয়ার।

মারুফ তাকী
maruftaqi@gmail.com

ভূমিকা

ব্যস্ততার এই যুগে ইলম অন্বেষণে সফর

বিশ্বায়নের এই আধুনিক কালে প্রযুক্তির কল্যাণে (?) অন্যান্য বিষয়ের মতো বিভিন্ন মাধ্যমে 'জানা' সহজলভ্য হয়েছে এবং এ পদ্ধতিকেই যথেষ্ট ও বিশুদ্ধ মনে করা হচ্ছে। কাজেই ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? পয়সাকড়ি খরচ করে রিজাল'র সাক্ষাৎ পাওয়ার দরকার কি? যখন যেটা প্রয়োজন কি-প্রেস বা স্ক্রিনে টাচমাত্রই চোখের সামনে হাজির! অতএব প্রাচীন কালের মতো ইলমের সফর, রিজালের সোহবত-অতসব বৃথা দৌড়ঝাঁপ নিষ্প্রয়োজন।

আধুনিক উপকরণ আমাদের কতক বাহ্যিক উপকার করলেও অভ্যন্তরীণ ক্ষতিসাধন করেছে হাজার গুণ বেশি। পিডিএফের কোড স্ক্রিন-সন্তুষ্টি কিতাব সংগ্রহ, বাক্যের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রসআস্বাদনী পাঠ, ইলম-হিকমত-জ্ঞানের নতুন নতুন জগতের

দ্বার উন্মোচন সব শুধু হারানো নয়; হারানোকেও ভুলে বসেছি আমরা। অনলাইন রিজালের ভিড়ে আরো আগেই আত্মগোপনে বাধ্য হয়েছেন রিজালগণ। এখন রিজাল তৈরির ধারাবাহিকতাই থেমে গেছে। সবশ্রেণির মুসলমানের সাথে যখন তালিবুল ইলমও এই অনলাইন রিজালের মোহে আটকে যাচ্ছে তখন ইলমের কফিনে পেরেক ঠুকবে কে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা উচিত।

'বিভিন্ন মাধ্যমে জানা' আর 'উসতাযের নিকট ইলম শিখা' পাহাড়সম ব্যবধানের এ দুটি বিষয়কে এক করে ফেলা; অথবা বলুন, একটিকে অন্যটির বিকল্প মনে করা এই প্রজন্মকে ইলম অর্জনের গুরুত্ব বোঝানোই দায়। ইলমের অন্বেষণে দূর-দূরান্ত সফর ও কষ্ট-ক্লেশের কথা তো রূপকথার গল্প বৈ নয়। আমলে মনোযোগী একজন মুসলমান ইলম অর্জনের তাগাদা অনুভব করলেও এর জন্য সফর বা উসতাযের সুহবত ও সান্নিধ্যে যাওয়ার আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

কিন্তু জানা আর ইলম তো এক নয়। খুব সহজে হয়তো জানা যেতে পারে; ইলম তো এতো অল্পতে আসে না। প্রবাদ আছে, "ইলমকে যদি দেয়া হয় দৈত্যাকার পাহাড়সম মেহনত, বিনিময়ে একমুঠো পরিমাণ ইলম অর্জন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন,

العلم لا يعطيك بعضَه حتى تعطيه أنت كلَّك

> ইলম তোমায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কিছু অংশ দিবে না, যতক্ষণ না নিজের পূর্ণসত্ত্বা তার জন্য ব্যয় করো।[১]

ইলমের এতো দাম, এতো মর্যাদা এবং তার গুরুত্বের কথাও কোরআন হাদিসের পাতা পাতায় ভরা; সে ইলম কীভাবে ঘরে বসে গুগল সার্চ ও ইউটিউব মারফত এসে যাবে? কীভাবে পেয়ে যাবেন, সামান্য দু-চার পোস্ট ও কমেন্ট পড়ে? এসব সম্ভব নয়! অসম্ভব বিষয়!!

হজরত খালফ ইবনে আইয়ুব রহ.-এর কাছে একদিন বলখের এক ব্যক্তি এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করল। জবাবে বললেন, এটা তো আমার জানা নাই। প্রশ্নকারী ব্যক্তি বলল, তবে এমন কারো সন্ধান দিন যার থেকে বিষয়টা জানতে পারব। জানালেন, এসব ব্যাপারে তো জানাশোনা হাসান বিন জায়েদের। সে কুফায় থাকে। এটা শুনে প্রশ্নকারী হতাশায় বলল, কুফা তো অনেক দূরে! খালফ রহ. কী অসাধারণ জবাব দিয়েছিলেন শুনুন,

من همه الدين فالكوفة له قريبة

---

[১] আল-আসমারুল জানিয়্যাহ ১/২৪৩

> যার উদ্দেশ্য দীন (ইলমার্জন) হয়, তার জন্য কুফা সন্নিকটে।[২]

আফগানের সে বলখ শহর থেকে তুর্কমেনিস্তান ও ইরান পাড়ি দিয়ে সুদূর কুফায় যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। বর্তমান হিসাবে ২৮২৭ কিলোমিটার। যা আধুনিক পথে হেঁটে অতিক্রম করতে প্রয়োজন ২৪ দিনের মতো। আল্লাহু আকবর! আমাদের পূর্বপুরুষগণ দীন ও ইলমার্জনের জন্য কত কষ্ট করেছেন। এখন তো আমাদের আশপাশে ও আঞ্চলিক আলিমের কাছে যেতেই অনিহা। ভাবখানা এমন, অনলাইনের এতো মাধ্যম থাকতে ইলম নিয়ে কিসের চিন্তা? নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক!

[২] ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. আওর ইলমে হাদিস, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা

ইলম অন্বেষণে রিজাল'র গুরুত্ব

ইসলামে ইলম অর্জনের সুনির্দিষ্ট পথ-পদ্ধতি রয়েছে। যা কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত; ইসলামের শুরু থেকেই প্রচলিত। এটি মুতাওয়ারাস বা ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি- "উস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করা"। ইলম অন্বেষণে উস্তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিতাব মারফত কখনো ইলম আসেনি। আল্লাহ তাআলা চাইলে শুধু কিতাব পাঠিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু তা করেননি; বরং সাথে দিয়েছেন শিক্ষক হিসেবে নবীগণকে। আসমান থেকে ফিরিশতার মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়েছেন, সেখান থেকে আজ অবধি ধারাবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত ইলমই আহলুল ইলমের নিকট গৃহীত। এই পদ্ধতির বাইরে ভিন্ন কোনো ধারাকে কোনো যুগের কোনো প্রকৃত আলিম মৌলিকভাবে গ্রহণ করেননি; কেউ স্বীকৃতিও দেননি। দ্বিতীয় শতক থেকে কিতাব রচনার

ধারা ক্রমান্বয়ে ব্যাপক হলেও নিছক কিতাব থেকে ইলম অর্জন করবে—এটা কোনো যুগেই স্বীকৃত ছিল না। বরং উস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হয়েছে; কিতাব সেখানে সহায়ক মাধ্যম হিসেবে গৃহীত।

এই স্বীকৃত ও পরীক্ষিত পন্থাটি শুধু ইলমের ক্ষেত্রেই নয়; বরং যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে একই ধারা প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য। কোন ডাক্তার নিজে নিজে শুধু মেডিকেল সাইন্সের বই পড়ে ডাক্তার হতে পারে না, কোন ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। দুনিয়াবী জ্ঞানের বেলায় বিষয়টা সবার বুঝে আসলেও দীনী ইলমের বেলায় বুঝে আসে না!

উসতায ও বিজ্ঞ আলিমের মাধ্যম ছাড়া জ্ঞানার্জন মারাত্মক বিপত্তি ঘটায়। সরাসরি বিজ্ঞ ব্যক্তির সোহবত ব্যতীত কেউ চাইলে পাঠক হতে পারে, কখনো আলিম হবে না। সে শাব্দিক অর্থে জ্ঞানী হতে পারলেও তার চিন্তা ও ভাবনায় থেকে যাবে ভুল হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা।

প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য- তার আশপাশে থাকা ইলমী ব্যক্তির কাছ থেকে জীবনযাপনে সহযোগী সব মাসআলা জেনে নেয়া, আলিমের সোহবতে সময় দেয়া, বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করা। ইমান আনার পর আবশ্যক হয়ে পড়ে

ইলম অর্জন। ইলম অর্জনের এই নিগূঢ় রহস্য, জানা ও ইলম লাভের পার্থক্য বিষয়গুলো গভীরভাবে বুঝা জরুরি। বর্তমান সময়ে যত ফিতনার আবির্ভাব হয়েছে, সবগুলোর গোড়ায় আছে রিজালবিহীন পাঠ এবং তা থেকে নিজস্ব নতুন চিন্তার আবিষ্কার। তাই নফসের লাগাম শুরুতেই ধরা জরুরি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন-

مَنْ تَفَقَّهَ مِنْ الْكُتُبِ ضَيّعَ الْأَحْكَامَ

> যে ব্যক্তি শুধু বইপত্র থেকে ফিকহ অর্জন করে, সে শরিয়তের বিধিবিধান ধ্বংস করে।[৩]

ইমাম আবু হানীফা রহ.কে জানানো হল, অমুক মসজিদে কিছু লোক একত্র হয়ে ফিকহ বিষয়ে আলোচনা করে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের কোনো দায়িত্বশীল শিক্ষক আছে কি'? উত্তর এল, 'না'। তিনি সোজাসাপ্টা বলে দিলেন,

لا يفقهونَ أبداً

> 'এরা কখনো ফিকহ অর্জন করতে পারবে না।'[৪]

---

[৩] আলমাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/৩৮

[৪] আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ১/১৬৩

ইমাম মালিক রহ.কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এমন ব্যক্তির কাছ থেকে কি ইলম নেওয়া যাবে, যে ইলম তলবে বের হয়নি, কোনো আলিমের দরসেও বসেনি?' ইমাম রহ.-এর সোজা উত্তর- 'না, যাবে না'।[৫]

মোতাছিম আব্বাসী ইমাম আহমাদ রহ.কে বলেছিলেন, আপনি ইবনে আবি দুয়াদের সাথে কথা বলুন বিতর্ক করুন। ইমাম আহমাদ রহ. উত্তরে বলেছিলেন, যে ব্যক্তিকে কখনো আমি কোন আলিমের দরজায় দেখিনি তার সাথে (ইলমী বিষয়ে) কথা বলতে পারি না।[৬]

ইমাম আওযায়ি রহ. বলতেন, এই ইলম যতদিন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি শিখত, ততদিন সম্মানিত ছিল। যখন থেকে তা কিতাবে ঢুকে গেছে, তখন থেকে অযোগ্য লোকদের দখল শুরু হয়েছে।[৭]

আকাবির ও সালাফগণের এমন কথার পরও যে ব্যক্তি বই ও ইন্টারনেটকে শায়খ বানাবে, সেই দুর্ভাগার জন্য হিদায়াতের দোয়া ছাড়া কিছুই বলার নাই।[৮]

---

[৫] ইসআফুল মুবাত্তা, সুয়ুতি পৃ. ১৮০
[৬] আল-ইলমা, কাজী ইয়াদ পৃ. ২৮
[৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১১৪
[৮] মারুফ তাকী

প্রিয় ভাই!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইলম বা জ্ঞানার্জন পৃথিবীর সবচেয়ে মহোত্তম কাজগুলোর অন্যতম। ইলম অন্বেষী সে অর্থেই সকলের কাছে সম্মানের আসনে আসীন। তবে প্রকৃত ইলমান্বেষী কে, কী তার পরিচয়, ইলম আহরণের সঠিক পথ পদ্ধতি কী— নানাবিধ আলোচনা পর্যালোচনা উম্মতের সামনে বিদ্যমান থাকা নেহাৎ জরুরি। পর্যায়ক্রমে আমরা ইতোমধ্যেই 'ইলমান্বেষী' শিরোনামে রচনা তৈরিতে সক্ষম হয়েছি। যেখানে আলোচনা হয়েছে 'ইলমান্বেষী : অন্বেষণের পথ ও পাথেয়, ইলমান্বেষী : আয়ত্ব ও আত্মস্থকরণ, ইলমান্বেষী : পাঠ ও পঠন। ধারাবাহিক আলোচনার এই পর্যায়ে আলোচনা করতে চাই খুব গুরুত্বপূর্ণ এক শিরোনামে— ইলমান্বেষী : ইলম অর্জনে পরিভ্রমণ।

ইলম অর্জনের জন্য সফর বা দূর দূরান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ—নিঃসন্দেহে তা বলা যায়। কেননা ইলম অর্জনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। সফর ব্যতীত ক্ষেত্রবিশেষ ইলম অর্জনই স্থবির ও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যুগ যুগান্তর ধরে ইলমপিপাসুগণ যদি ইলম অর্জনে সফর না করতেন ইলমের জগৎ এতটা সমৃদ্ধ হত না।[৯]

---

[৯] এখান থেকে শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ-এর আলোচনা শুরু